RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIRA

(Residential Autonomous College under University of Calcutta)

B.A./B.Sc. SECOND SEMESTER EXAMINATION, MAY 2015

FIRST YEAR

Date : 18/05/2015 **BENGALI (Language)**

Time : 2.30 pm – 3.30 pm Paper : II Full Marks : 25

১। ''আমরা এক বিড়ম্বিতকালে জন্মেছি। আমাদের বাল্যকাল বা আমাদের কিশোর বয়স যে-সময়ে কাটে সে-সময়ে দেখেছি বাংলার পরিপূর্ণ রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিগ্বিজয়ী প্রতিভায় সাহিত্যকীর্তির তুঙ্গে অবস্থান করেছেন, কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্মে বাংলাসাহিত্য নব-বিকশিত, স্কুল-কলেজ ও যুবসমাজে জাতীয়-আন্দোলন পূর্ণ প্রসারী। রূপকথা, পাঁচালী আর বারো মাসের তেরো পার্বণের গ্রামবাংলা নবজীবনের আশায় থৈ থৈ করছে। এমন সময়, এলো যুদ্ধ, এলো মন্বন্তর, দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেশটাকে টুকরো করে আদায় করল ভগ্ন স্বাধীনতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বন্যা ছুটল চারদিকে। গঙ্গা পদ্মার জল ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে গেল। এ আমাদের নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা। আমাদের স্বপ্ন গেল বিলীন হয়ে। আমরা এক লক্ষ্মীছাড়া জীর্ণ বাংলাকে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে রইলাম। এ কোন্ বাংলা, যেখানে দারিদ্র আর নীতিহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে কালোবাজারী আর অসৎ রাজনৈতিকের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষের নিয়তি!

আমি যে-কটি ছবিই শেষের দিকে করেছি, কল্পনায় ও ভাবে এই বিষয় থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আমার সবচেয়ে যেটা জরুরি বলে বোধ হয়েছে সেটা ঃ এই বিভক্ত বাংলার জরাজীর্ণ চেহারাটাকে লোকচক্ষে উপস্থিত করা, বাঙালীকে নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। শিল্পী হিসেবে সর্বদাই সৎ থাকতে চেষ্টা করেছি, কতটুকু কৃতকার্য তা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারেই বলবে।''

ক) 'বাংলার পরিপূর্ণ রূপ' কেমন ছিল? (৩)

খ) 'লক্ষ্মীছাড়া জীর্ণ বাংলা' বলতে কোন অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে? (৪)

গ) কারা এই জীর্ণ দশার জন্য দায়ী? (২)

ঘ) প্রাবন্ধিকের শেষের দিকের চলচ্চিত্রগুলিতে কোন বিষয়টি বার বার উঠে এসেছে? (২)

ঙ) বিষয়টির পুনর্ব্যবহার কেন 'জরুরি' বিবেচনা করেছেন প্রাবন্ধিক? (৪)

অথবা

''পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশ জনে বিচার কর — সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি-ভাষা কোনো কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে — যেমন সাফ্ ইস্পাত মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর — আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা — সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল — ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায় — লক্ষণ।''

ক) 'কটমট ভাষা' ও 'চলিত ভাষা'-র পার্থক্য কী কী? (৪)

খ) পাণ্ডিত্য প্রকাশের ভাষা কীরকম হওয়া উচিত? (৪)

গ) ভাব প্রকাশের 'উপযুক্ত ভাষা' কোনটি? (২)

ঘ) কেন সেই ভাষা ভাব প্রকাশের পক্ষে 'উপযুক্ত' তার কারণগুলি লেখো। (৫)

২। ক) নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে কীভাবে সোচ্চার হয়েছে সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লেখো। (১০)

অথবা

খ) নীচের বিষয়টির পুনর্নির্মাণ করো। (১০)

অকাল অন্তে অঙ্কিত

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ মাত্র ২০ বছর ১৭৪ দিনে স্তব্ধ হয়ে গেল এক সম্ভাবনাময় ক্রিকেটারের জীবন। তিনদিনের জীবনযুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত কলকাতার একটি হাসপাতালে হার মানলেন অঙ্কিত কেশরী। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন বাংলার অনূর্দ্ধ উনিশ ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক।

গত শুক্রবার ক্লাব ক্রিকেটে ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচে সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে চোট পেয়েছিলেন অঙ্কিত। ম্যাচটিতে দলে তিনি ছিলেন না। পরিবর্ত ফিল্ডার হিসেবে ফিল্ডিং করতে নেমে ডিপ কভারে ঋত্বিকের ক্যাচ ধরতে গিয়ে সতীর্থ সৌরভ মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগে। মাঠেই জ্ঞান হারান অঙ্কিত। ইস্টবেঙ্গল দলে অঙ্কিতের সহ খেলোয়াড়রা তাঁকে মাঠ থেকে তুলে এনে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দেন। অঙ্কিতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন অঙ্কিতের সেকেণ্ডারি ব্রেন ইনজুরি হয়েছে।

অঙ্কিতের মৃত্যুর খবরে ক্রীড়াজগৎ শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। হাসপাতালে ছুটে আসেন বাংলার প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটাররা, ইস্টবেঙ্গলের কোচ এবং অঙ্কিতের সতীর্থরা।